মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী-২০২৩ খ্রিঃ
স্থান ঃ নোয়াখালী সেন্টার ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃ নুরে আলম,আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, নোয়াখালী অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসি, তারিক সাঈদ হারুন-পরিচালক-মৌলিক কর্মসুচী, মাহমুদুল হাসান দিদার-উপ-পরিচালক মৌলিক কর্মসূচি, আবদুর রহমান ফরিদ-সহকারী পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচি, মোঃ ফিরোজ আলম-প্রধান-এমই, এস.এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি, মো ঃ দিদারুল ইসলাম-সমন্বয়কারী-সমৃদ্ধি কর্মসূচী ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>আলোচ্য বিষয় সমূহ</th><th>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ</th><th>বাস্তবায়ন কারী</th><th>তারিখ</th></tr>
<tr><td></td><td>Previous Meeting Minutes Review</td><td>সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় ।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>০১.</td><td>Savings</td><td>শাখা পর্যায়ে ফান্ডের চাহিদা মেটাতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি-২৩ হতে জুন-২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে আগামী ছয় মাসের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><th>অঞ্চলের নাম</th><th>নিরাপত্তা+উন্মুক্ত সঞ্চয়</th><th>ডিপিএস</th><th>বিশেষ নিরাপত্তা সঞ্চয়</th><th>মোট বৃদ্ধি</th></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>১.৫০</td><td>০.৫০</td><td>১.০০</td><td>৩.০০ কোটি</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>১.৪০</td><td>০.৪০</td><td>০.৭০</td><td>২.৫০ কোটি</td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>১.০০</td><td>০.২০</td><td>০.৩০</td><td>১.৫০ কোটি</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>০.৬০</td><td>০.২০</td><td>০.৪০</td><td>১.২০ কোটি</td></tr>
<tr><td>আউটরিচ</td><td>০.৪০</td><td>০.০৮</td><td>০.৩২</td><td>০.৮০ কোটি</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>০.৪৫</td><td>০.২০</td><td>০.৩৫</td><td>১.০০ কোটি</td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>৫.৩৫</td><td>১.৫৮</td><td>৩.০৭</td><td>১০.০০ কোটি</td></tr>
</table>
<u>উপরোল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যেক মাসে যাতে অর্জন হয়। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। যেমন:-</u>

জাগরণ ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা নিচে সঞ্চয় নেওয়া যাবে না,এবং ১ লক্ষ হতে দুই লক্ষ টাকার ঋণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ২০০ টাকা,২ লক্ষ হতে এর উপরে প্রত্যেক ঋণের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করে সঞ্চয় আদায় করতে হবে।
প্রত্যেক অগ্রসর ঋণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০০ হতে ১০০০ টাকার ডিপিএস বাধ্যতামূলক থাকতে হবে,এবং উক্ত ডিপিএএর টাকা মাসের ১ম এবং এবং ২য় সাপ্তাহের মধ্যে আদায় করতে হবে,কোন ডিপিএস ইনেক্টিভ রাখা যাবে না,যদি শাখায় কোন ইনেক্টিভ ডিপিএস পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসিকে প্রশাসনিক শাস্তির আওতায় আনা হবে।
প্রত্যেকদিন এএম শাখায় কতজন সদস্য ১০০ টাকার নিচে সঞ্চয় প্রদান করেন তার একটি রির্পোট ডেইলি মনিটরিং রির্পোটের সাথে প্রদান করতে হবে এবং তা প্রত্যেকদিন ফলোআপ করতে হবে।
ডিপিএস আদায় নিয়মিত ফলোআপ করার জন্য এশটি মনিটরিং সিট প্রস্তুত করতে হবে।
আগামী ১৬ মার্চ-২৩ ইং তারিখের মধ্যে সকল শাখায় সফটওয়ারে সঞ্চয় আদায় টার্গেট সেট
</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
</table>

		করতে হব। • মাসিক ঋণী সদস্যকে প্রত্যেক সপ্তাহে সমিতিতে এসে সঞ্চয় প্রদান করতে হবে। যে দিন উক্ত সদস্যের কিস্তি দিতে হবে সেই দিন সেই সাপ্তাহের সঞ্চয় সহ কিস্তি প্রদান করবে। • এই ব্যাপারে আরপিসি ২১ শে র্মাচ শনিবার সংশ্লিষ্ট এমএমদের সাথে মিটিং করবেন,এবং এএম গণ রবিবার হতে মঙ্গল বারের মধ্যে তাদের এরিয়ার সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে বিএম ও সিডিওদের সাথে মিটিং করবেন এবং তা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবেন। **সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে সংস্থার ফলাফল নিন্মরুপ;** সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে বর্তমান ফান্ড সমস্যা সমাধান করা যাবে। Cost of Fund কমে আসবে । Surplus বৃদ্ধি পাবে। ডোনারের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে ।		
০২.	**Overdue**	• এখন থেকে কোন প্রকারে বকেয়া বৃদ্ধি গ্রহনযোগ্য হবেনা। • বকেয়া যেন বৃদ্ধি না পায় তার জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখার সিদ্বান্ত হয়। • পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তাবায়ন হচ্ছে কিনা তা বিএম,এএম এবং আরপিসি কে তদারকি করে প্রয়োজনীয় সার্পোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো। • চলতি মাস হতে যদি কোন শাখায় বকেয়া বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিচালক-সিপির এর সাথে কথা বলে অনুমোদন সাপেক্ষে আরপিসির বেতন নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৩.	**WASH Project**	বর্তমানে নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে সকল শাখায় ওয়াশ প্রজেক্ট চালু আছে সে সকল শাখায় নিম্নোক্ত নিয়ম গুলো অনুসরন ও পালন করা জন্য সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়। • ওয়াশ প্রজেক্টের মাস্টার রোল আলাদা ভাবে করতে হবে। • ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হইনি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি মাস, অর্থাৎ- ফেব্রুয়ারী/২৩ মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রনোদনার জন্য আলাদা রেজি: ব্যবহার করতে হবে এবং ১ লা মার্চ থেকে সদস্যার স্বাক্ষর নিতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে এবং অভিযোগ লিখতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এমএম এবং আরপিসিকে আর ও ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেনিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে। টাকা শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রধান কার্যালয়ে অবহিত করতে হবে। এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ট্রান্সফার করা যাবে না। • এখন থেকে ওয়াশের লোন বিতরন হবে ওয়াশ ব্যাংক হিসাব থেকে, তবে কোন অবস্থাতেই ইনসেনটিভ এর টাকা থেকে ঋণ বিতরন করা যাবেনা।	সকল	চলমান
০৪.	**Internal Audit Feedbeck**	• শাখা অডিটকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপক ০৩ ধাপে ০৭দিন অবস্থান করবেন। প্রথমে অডিট শুরুকালীন ০১ দিনে এবং শেষের ০৩ দিন বাধ্যতামূলক।মধ্যবর্তী সময়গুলোতে বাকী ০৩ দিন থাকবেন।অডিট সময়ে আরপিসিগন ০২ দিন থাকবেন। যার মধ্যে শেষের ০১দিন বাধ্যতামূলক। • একই সমস্যা বারবার অডিটে আসলে সংশ্লিষ্ট বিএম ও এএমকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। • কোন অবস্থাতেই এককালীন/অগ্রিম/মাসিক টাকা আদায় করে, অফিসে জমা না করে হাতে রাখা যাবে না। • জ্বাল স্বাক্ষর, ঘষামাজা, পৃষ্ঠা পরিবর্তন, গ্রেস পিরিয়ডে কিস্তি আদায়, পাশ বই ব্যালেন্স গড়মিল গ্রহনযোগ্য নয়। • শাখা অডিটকালে কোন পাশবইতে অডিটরগন নিজের হাতে লিখতে পারবেনা। কোন গড়মিল পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট বিএম এর মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। • অডিটরগন অফিসের সব ডকুমেন্ট সবার সামনে চেক করবেন। অফিসের কাগজপত্র নিজের আয়ত্বে নিয়ে একা একা চেক করতে পারবে না। • সমিতিতে পরিদর্শনের সময় কোন সদস্য যদি সমিতিতে না আসে তবে কর্মীকে দিয়ে ঐ পাশবই আনা যাবেনা। কর্মীর সাথে অডিটরদের যেতে হবে, কোন পাশবই অফিসে আনতে পারবে না। • অডিটরগন অডিট পিরিয়ড শেষে উক্ত শাখায় সকল ডকুমেন্ট অডিটকা কালীন সময় পর্যন্ত চেক করা হয়েছে এবং কোন প্রকার অসংগতি নাই মর্মে স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		একটি ছাড়পত্র দিয়ে আসবেন। • নীরিক্ষাকালীন সময়ের নীরিক্ষকের যাতায়াত বিলে শাখা হিসাবরক্ষক চেক করবেন। • অডিট চলাকালীন অডিটরগন কোন কর্মীর সাথে একসাথে হোন্ডা বা বিক্সায় যেতে পারবেনা। কর্মীগন যথারীথি তাদের বাই সাইকেল দিয়ে মাঠে যাবেন। • অডিট রির্পোটে প্রাপ্ত সমস্যা সম্পর্কে ভালো ভাবে বুঝে স্বাক্ষর করতে হবে। • কোন বিষয় আপত্তি থাকলে উক্ত বিষয়ের উপর আপত্তি আছে লিখে স্বাক্ষর করতে হবে যাতে পরবর্তি শুনানিতেঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যায় । • শাখা অডিট পরবতী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অডিট এ্যাকশন প্লান রির্পোট দিতে হবে এবং অডিট রিপোর্টের সাথে সংরক্ষন করতে হবে। • ফিডব্যাকে সকল প্রাপ্ত সমস্যার উত্তর দিতে হবে এবং উত্তর হবে যৌক্তিক ও স্মার্ট । • অভ্যন্তরীন অডিটে অমীমাংশিত বিষয়গুলো শাখায় অডিট মিটিংয়ের আগেই সমাধান করতে হবে। • কোন অমীমাংশিত বিষয় রাখা যাবেনা । যাহা তাৎক্ষনিক সমাধান যোগ্য না , তার ডেড লাইন দিতে হবে এবং ডেটলাইন অনুযায়ী সমাধান হয়েছে কিনা এএম তা ফলোআপ করবেন। • শাখায় কোন কর্মীর ৩০০০ টাকা বেশি আত্মসাত পাওয়া গেলে এএমকে অডিট শুনানিতে যেতে হবে। • আগামী অডিট গুলোতে যেন প্রতিটি শাখা নিল থাকে সেভাবে প্রস্তুতি রাখতে হবে।		
০৫.	**Field visit**	• এএম এবং আরপিসি প্রত্যেকদিন দুইটি সমিতি পূনাঙ্গ ভাবে ভিজিট করবেন এবং সমিতি প্রত্যেক সদস্যের পাশবই ১০০% নিশ্চিত করে স্বাক্ষর করবেন। • পরবতি ভিজিটের সময় যদি উর্ধোতন কোন কর্মকর্তা কোন পাশবইয়ে স্বাক্ষর না পায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ব্যাপারে সকলকে আন্তরিক ভাবে কাজ কাজ করার পরার্মশ প্রদান করা হয়। • এএমগন- বিএম ভিজিট করা সমিতি এবং আরপিসিগন এএম ভিজিট করা সমিতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিজিট করতে হবে। • শাখা ভিজিট শেষে শাখার উল্লেখযোগ্য সমস্যা গুলো শাখা ভিজিট রেজিষ্ট্রারে লিখতে হবে, অন্যথায় অবস্থানকালিন সময়ে শাখার খাদ্য ভাতা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৬.	**Insurance**	• কিছু শাখায় কল্যান তহবিল আদায় ভুল পরিলক্ষিত হয়, এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। • **Insurance** এর ব্যাপারে যে ভাবে গাইড লাইন দেয়া হয়েছে সেভাবেই সকলকে কাজ করতে হবে। • তালাক ও আগুনে পুড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থদেরকে বীমার আওতায় আনা যায় কিনা মিটিংয়ে আরপিসি গন তার সুপারিশ করেন।	সংশ্লিষ্ট সকল	-
০৭.	**CITEP**	• CITEP কর্মকান্ড প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে। • সাইটেপ কর্মীগণ প্রত্যেক শাখার আওতায় যে সকল ক্লাষ্টার রয়েছে, সদস্যার নাম, মোবাইল নাম্বার সহ শাখায় একটি তলিকা সংরক্ষন করবেন। আরপিসি বিষয়টি মনিটরিং করবেন। • প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৮.	**BIKAS**	• সমিতি পর্যায় বিকাশ গ্রাহক চিহ্নিত করার জন্য ইতিমধ্যে একটি ফরমেট প্রদান করা হয়েছে, তা নির্দেশনা অনুযায়ী পূরন করে ১৬ শে মার্চ-২৩ ইং তারিখের মধ্যে প্রদাণ করতে হবে। • ফরমেটের তথ্য অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে। • বিকাশে লেনদেন করার জন্য সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। • সকল সদস্যদের হাতে যাতে মোবাইল ফোন থাকে সে ব্যাপারেও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৯.	**ICT**	• প্রতিদিন ধারাবাহিক ভাবে বিএ দ্বারা সফটওয়ার পোষ্টিং দেয়া যাবেনা। • মাঝে মাঝে বিএম সফটওয়ার পোস্টিং দিতে হবে। • প্রতিদিন সফটওয়ার পোস্টিং শেষে MIS summary day book print দিয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট ভাউচারের সাথে মিল করন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১০.	**Strategic plan**	• কোস্ট ফাউন্ডেশনের ০৫ (২০২৩-২৭) বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		• আগামী ০৫ বছরের মধ্যে সংস্থার আরো ০২ টি অঞ্চল সম্প্রসারন করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেইসাথে শাখার সংখ্যা ১৫০ টিতে উন্নিতকরন সহ ঋণ স্থিতি হবে ১১২৬ কোটি এবং এমই ঋণী কভারেজ ৩০% উন্নিতকরণ ও ৫% প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদেও ক্ষুদ্রঋণে সম্পৃত্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। • এই পরিকল্পনা বাস্বায়নের জন্য আমাদের বড় Challenge হলো ফান্ড । তাই সঞ্চয় আদায় বৃদ্ধি করে আমাদেরকে এই Challenge মোকাবেলা করতে হবে।		
১১.	**ENRICH**	• ENRICH কার্যক্রমের আওতায় যে সকল কর্মকান্ড রয়েছে, আরপিসি তা তদারকি ও পরিদর্শন করবেন। • কার্যক্রমের আওতায় সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। • আগামী CPCM এ ENRICH Program Presentation দিবেন কক্সবাজার অঞ্চলের আরপিসি ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১২.	**জনসংগঠন**	• প্রতি ২ মাস পরপর নিয়মিত শাখা জনসংগঠন মিটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং ৩ মাস পরপর আঞ্চলিক মিটিং সম্পন্ন করবেন। মিটিং সম্পন্ন হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মাইনুটস পাঠাতে হবে ও শাখায় সংরক্ষন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৩.	**AOB**	• মাসিক কিস্তি প্রতি মাসের ২য় ও ৩য় সপ্তাহের মধ্যে আদায় করতে হবে। • অগ্রসর ঋণী সদস্য বৃদ্ধির জন্য ৩ মাসের (জানু-মার্চ) যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে। এক্ষেত্রে ৮০-৯০০০০ টাকার ঋণ নিরুৎসাহিত করার জন্য বলা হয়। উল্লেখিত সদস্যদেরকে সরাসরি ১ লক্ষ টাকায় উন্নিতকরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং আর কোন আলোচনা না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মো ঃ নুরে আলম
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
নোয়াখালী অঞ্চল ।